Trend of positive news publish increased in local level

Different social crime and development news published in the month of May-June at ten coastal areas in the country. Positive news published more due to change of political situation in this two month. This information is provided by local journalists.

All these information quoted from an investigative survey on the types of news and the torture news of journalists, conducted by Mass-line Media Centre (MMC) in the month of May-June 2007 at ten coastal areas.
Journalists of Pirojpur, Feni, Jhalokati, Patuakhali, Barguna, Betagi, Pathorghata and Bamna, didn't face any resist to collect the information from different offices. In every district published positive news in this time. After publishing different development reports, authority has given hope to take necessary steps. As a result some activities have taken like establish hawkers market in a fixed place and cases filed against few musclemen and sent to jail them.

Journalists of few districts couldn't publish report on the activities of joint forces for the legal obligation. In Bagerhat, army warrant officer ordered journalists not to publish negative news on the activities of joint forces. Joint forces have ordered to check out all reports on the fertilizer crises and flood crisis related reports before publish.

Administrations controlled advertisement policy in this time. Government supported newspaper got most advertises in present time. Sometimes powerful terrorists and brokers were active on journalists and newspaper in spite of emergency situation. But involvement of joint forces have decreased on May-June.

Media based organization Mass-line Media Centre (MMC) arranged World Press Freedom issue on May. Another activity for professional development of journalists and improvement of newspaper in this time also carried out. MMC organized meeting, seminars, training, meeting of exchange opinion and rally almost every district. Moreover, different non-government organizations like: Pirojpur Gano Unnayan Samiti, CDI and PDF organized a press conference with the journalists.

World Press Freedom Day 2007 followed about every district on May first week. Mass-line Media Centre (MMC) was in active role as an organizer.

স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশের প্রবণতা বৃদ্ধি

কবিতা কস্তা: দেশের ১০টি উপকূলীয় জেলায় নানা ধরনের সামাজিক অপরাধ এবং উন্নয়নমূলক সংবাদ প্রকাশিত হয় মে-জুন মাসে । রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারণে ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশের প্রবণতা বেশি ছিল এ দু'মাসে। স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে এ তথ্য প্রকাশিত হয়।

ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টারের (এমএমসি) পক্ষ থেকে ২০০৭ সালের মে-জুন মাসে উপকূলীয় ১০ জেলা থেকে প্রাপ্ত সাংবাদিকদের সংবাদ প্রকাশের ধরন, সাংবাদিক নির্যাতন ঘটনার উপর একটি অনুসন্ধানী জরিপ পরিচালিত হয়।

পিরোজপুর, ফেনী, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, বেতাগী, পাথরঘাটা এবং বামনার সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অফিস আদালত থেকে কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হননি। তবে প্রায় প্রতিটি জেলায় উল্লেখিত সময়ে সংবাদ প্রকাশের কিছু ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের

আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। এর ফলে ফুটপাতের হকার্স মার্কেটগুলো সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরের মত কার্যক্রমসহ প্রভাবশালী বেশ কয়েক নেতার বিরুদ্ধে মামলা ও জেল দেয়া হয়েছে।

আইনগত নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে যৌথবাহিনীর কোন কর্মকান্ডের উপর রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারেননি কয়েক জেলার সাংবাদিকবৃন্দ। বাগেরহাট জেলায় আর্মি ওয়ারেন্ট অফিসার কর্তৃক যৌথবাহিনীর কোন কর্মকান্ডের উপর নেতিবাচক রিপোর্ট প্রকাশ না করার জন্য সাংবাদিকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। লক্ষ্মীপুরে সার সংকট নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং বন্যার প্রতিবেদন প্রকাশের আগে রিপোর্টগুলো যাচাই করে নেয়ার জন্য যৌথবাহিনী সাংবাদিকদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

স্থানীয় প্রশাসন এই সময়ে বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করেছে। সরকারের সমর্থনপুষ্ট পত্রিকায় অধিকাংশ বিজ্ঞাপন পেয়েছে। জরুরি অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের উপর প্রভাবশালী মাস্তান দালালরা তৎপর ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে। তবে মে-জুন মাসে যৌথ বাহিনীর হস্তক্ষেপে তা কমেছে বলেও জানা গেছে।

সাংবাদিকদের ওপর কোন চরমপন্থী তৎপরতা ছিল না এই সময়ে। সাংবাদিকদের পেশাগত উন্নয়ন ও সংবাদপত্রের মানোন্নয়ন এবং প্রেস ফ্রিডম সহায়ক সংগঠন ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টারের (এমএমসি) তৎপরতা উল্লেখযোগ্য ছিল। তারা প্রায় প্রতিটি জেলায় সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মতবিনিময় সভা ও র‍্যালী আয়োজন করে। এছাড়া পিরোজপুর জেলায় বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন পিরোজপুর গণউন্নয়ন সমিতি, সিডিআই ও পিডিএফ এর উদ্যোগে সাংবাদিকদের নিয়ে প্রেস কনফারেন্স আয়োজন করে।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালন করা হয় প্রায় প্রতিটি জেলায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। আয়োজক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসব কর্মকান্ডে।

Journalists’ Torture: Case file after three years

Md. Nasir photojournalists of Ajker Paribarton and Nuruzzaman of Daily Dakkhinanchal were harassed by cadre of an arrested local MP at Barisal district. Local correspondent informed that they attacked to take photograph of accused MP. The leader of Purbo Bangla Communist party threatened Samol Sarker, the correspondent of Ajker Kagoj and ATN Bangla over phone without any reason. Before that one journalist threatened of unknown reason and tortured several times to publish news, our correspondent said.

Gofran Bishaws, the correspondent of Daily Star and Observer and Shamsul Alam, the correspondent of Bangla Bazar and Vozhori Kundu, the correspondent of Sangbad of Kalaroa, attacked by terrorist on 15 March 2004. They took away Gofran’s camera. A normal dairy filed on 18 May 2004 but a case filed on May 30. Harassed journalists took all attempts according to law but accused persons are not arrest till. As a result, he is suffering insecurity. The role of police is a question in this sector.

সাংবাদিক নির্যাতিত : ৩ বছর পর ঘটনার মামলা ।

বরিশাল জেলায় আজকের পরিবর্তনের ফটোসাংবাদিক মো: নাসির ও দৈনিক দক্ষিনাঞ্চলের ফটো সাংবাদিক নুরুজ্জামান গ্রেফতারকৃত স্থানীয় এক সাংসদের ক্যাডার দ্বারা লাঞ্ছিত হন । উল্লেখ্য অভিযুক্ত সাংসদের ছবি তুলতে গেলে তারা এ হামলার শিকার হন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সংবাদদাতা । ঝালকাঠি জেলার আজকের কাগজ ও এটিএন বাংলা সংবাদদাতা শ্যামল সরকারকে ফোনে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির লিডার অজ্ঞাত কারণে অজ্ঞাতভাবে জোড়ালো হুমকি প্রদান করেন । উল্লেখযোগ্য কারণ না থাকলেও এই ধরনের হুমকির শিকার হয়েছেন এবং এর আগেও কয়েকবার সংবাদ প্রকাশের জন্য নির্যাতিত হয়েছেন জনৈক সাংবাদিক বলে জানান আমাদের সংবাদদাতা ।
উল্লেখ্য ২০০৪ সনের ১৫ মার্চ পটুয়াখালীর ডেইলী স্টার এবং অবজারভার প্রতিনিধি গোফরান বিশ্বাস তার সহকর্মী বাংলাবাজার পত্রিকার কলাপাড়া প্রতিনিধি শাসমুল আলম ও সংবাদের কলাপাড়া প্রতিনিধি ভজহরি কুন্ডুকে সাথে নিয়ে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসী হামলার শিকান হন । এসময় সন্ত্রাসীরা গোফরানের ক্যামেরা, টেপ ছিনিয়ে নেয় । এ ঘটনায় কলাপাড়া থানায় ১৮ মে ২০০৪ সাধারণ ডায়েরী করা হলেও মামলা দায়ের করা হয়েছে ৩০ মে ২০০৭ তারিখে । প্রচলিত আইনে নির্যাতিত সাংবাদিক সব ব্যবস্থা নিলেও অভিযুক্তরা এখনো গ্রেফতার হচ্ছে না । ফলে নির্যাতিত সাংবাদিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন । এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ।